কলকাতা হাইকোর্ট
(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)
আপিল বিভাগ

উপস্থিতিঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯ সালের সিআরআর ১৭৫৫
রুহু নুরমিনা বিবি @রুঘ নূর মীনা খাতুন
বনাম
হাফিজুল রহমান ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্য : শ্রী সুমন চক্রবর্তী

বিপরীত পক্ষের জন্য : কেউ নয়।

রাজ্যের জন্য : কেউ নয়।

শুনানি শেষ হয়েছে : ২৫.০৯.২০২৩

রায় : ০৬.১০.২০২৩

বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল):

১. ২০১৮ সালের ৬৩ নং ফৌজদারি প্রস্তাবে (রুহু নুরমিনা বিবি বনাম এস. কে. হাফিউল রহমান) হুগলির বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক গৃহীত ১৮ই এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে বর্তমান পুনর্বিবেচনাটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে ২০১৩ সালের এম. সি. মামলা নং ৩৩৩-এ হুগলির অতিরিক্ত আদালতের বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ২৮.০৬.২০১৮ তারিখের আদেশ থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে।

২. আবেদনকারী/স্ত্রীর মামলাটি হল যে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে একটি আবেদন পত্নী/আবেদনকারীর অনুরোধে বিজ্ঞ প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের করা হয়েছিল, হুগলি ২০১৩ সালের এম. সি. মামলা নং ৩৩৩ বিরোধী পক্ষ/স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের জন্য প্রার্থনা করছে।

৩. সংক্ষেপে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে স্ত্রী/আবেদনকারী তার আবেদনে যে মামলা করেছেন তা হলঃ-

মুসলিম অধিকার ও রীতিনীতি অনুসারে আবেদনকারী ৩০.০৯.২০১০ তারিখে বিপরীত পক্ষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং বিয়ের সময় কনেকে বেশ কিছু উপহার দেওয়া হয় এবং বিয়ের পর স্ত্রী/আবেদনকারী বিপরীত পক্ষের বাড়িতে যান এবং বিপরীত পক্ষের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সেখানে বসবাস করতেন। বিয়ের কয়েকদিন পর, স্ত্রী/আবেদনকারী বিপরীত পক্ষের দ্বারা মানসিক ও শারীরিক হয়রানির শিকার হন এবং প্রায় প্রতি রাতে বিপরীত পক্ষ গভীর রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসত এবং তারপর তিনি স্ত্রী/আবেদনকারীকে নির্যাতন করতেন। বিয়ের তিন মাস পর, স্বামী/আবেদনকারী স্ত্রী/আবেদনকারীকে রাজকোটে নিয়ে যান এবং সেখানেও মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন। বিপক্ষ পক্ষ স্ত্রী/আবেদনকারীকে সঠিক খাবার সরবরাহ করেনি। বিপরীত পক্ষ স্ত্রী/আবেদনকারীর সাথে অভদ্রভাবে কথা বলত। স্ত্রী/আবেদনকারীর গর্ভাবস্থায়,

তাকে তার পৈতৃক বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল এবং স্বামী/বিপক্ষ সেই সময়কালে কোনও খরচ বহন করেনি। স্ত্রী/আবেদনকারী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্মের কারণে, স্ত্রী/আবেদনকারীর শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও তার উপর নির্যাতন চালাতেন। বিপক্ষ পক্ষ স্ত্রী/আবেদনকারী বা তাদের সন্তানের কোনও চিকিৎসা খরচ বহন করেনি। পরবর্তীকালে, ২৫.০৫.২০১৩ তারিখে স্ত্রী/আবেদনকারীকে তার নাবালক সন্তানসহ তার বৈবাহিক বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। স্ত্রী/আবেদনকারীর সম্পূর্ণ শ্রীধন জিনিসপত্র বিরোধী পক্ষ ছিনিয়ে নেয়। স্ত্রী/আবেদনকারীর নিজস্ব কোনও আয় নেই। স্বামী/বিপক্ষের রাজকোটে একটি গয়নার দোকান রয়েছে এবং জমিদারি সম্পত্তিও রয়েছে যা থেকে স্বামী/বিপক্ষ প্রতি মাসে ২৫,০০০/- টাকা আয় করে। স্ত্রী/আবেদনকারী তার ভরণপোষণের জন্য প্রতি মাসে ৫,০০০/- টাকা দাবি করেছেন এবং প্রতি মাসে ৫,০০০/- টাকা দাবি করেছেন। তার নাবালক সন্তানের ভরণপোষণের জন্য প্রতি মাসে ৫০০০/- টাকা।

৪. স্বামী/বিরোধী পক্ষের অনুরোধে বিবাহিত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য একটি আবেদনও দায়ের করা হয়েছে দ্বিতীয় আদালতের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালতে, ২০১৩ সালের এম. এ. টি. মামলা নং ও. ৭ এবং পান্‌ডুয়া পুলিশ স্টেশন মামলা নং ৩১৭ নামে একটি ফৌজদারি মামলা স্বামী/বিরোধী পক্ষ এবং স্ত্রী/আবেদনকারীর অন্যান্য শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৪০৬ ধারায় অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ফৌজদারি মামলা এবং বৈবাহিক মামলা উভয়ই তাদের নিজ নিজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

৫. ২৮.০৬.২০১৮ তারিখে, মাননীয় বিচারিক আদালত ২৮.০৬.২০১৮ তারিখের সংশোধনাধীন রায় ও আদেশ প্রদান করেন, যার দ্বারা স্বামী/বিপক্ষ দ্বারা প্রতি ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নাবালিকা কন্যার জন্য ২৫০০/- টাকা

করে মাসিক ভরণপোষণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। স্ত্রী/আবেদনকারীর জন্য কোনো ভরণপোষণ ভাতা নির্ধারণ করা হয়নি।

৬. ২৮.০৬.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে, স্ত্রী/আবেদনকারী ২৮.০৬.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হুগলির বিজ্ঞ দায়রা জজ, চিনসুরার সামনে ২০১৮ সালের ৬৩ নম্বর ফৌজদারি প্রস্তাব পেশ করেন।

৭. ১৮.০৪.২০১৯ তারিখের বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ সেশনস জজ, হুগলি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করতে পেরে খুশি হয়েছিলেন, যার ফলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিনসুরাহ, হুগলি দ্বারা ২০১৮ সালের ৬৩ নং ফৌজদারি বিবিধ মামলায় পাস হওয়া ২৮.০৬.২০১৮ তারিখের আদেশটি নিশ্চিত করেছেন।

৮. স্ত্রী/আবেদনকারী জমা দিয়েছেন যে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে স্ত্রী/আবেদনকারী এবং স্বামী/বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিবাহ অস্বীকার করা হয়নি। এটিও অস্বীকার করা হয়নি যে সন্তানের জন্ম বিবাহ বন্ধনের বাইরে হয়েছিল। এটিও অস্বীকার করা হয়নি যে স্ত্রী/আবেদনকারীর নিজস্ব আয়ের কোনও উৎস নেই এবং তাকে তার বৈবাহিক বাড়ির বাইরে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে স্বামীর আয় অস্বীকার করা হয়নি।

৯. **শ্রী সুমন চক্রবর্তী, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী** দাখিল করেছেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে মামলার আবেদনকারী নিজেকে বজায় রাখতে অক্ষম এবং প্রতি মাসে ২৫০০/- টাকা নাবালিকা কন্যার জন্য যথেষ্ট/পর্যাপ্ত নয়।

১০. যথাযথ পরিষেবা থাকা সত্ত্বেও 2 নং বিরোধী দলের পক্ষে কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই।

১১. ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজের রায় সহ **রেকর্ডে থাকা উপকরণ থেকে** এটা স্পষ্ট যেঃ

i) দলগুলি ২০১০ সালে বিয়ে করেছিল।

ii) ১১.০১.২০১২-এ একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল।

iii) আবেদনকারী/স্ত্রী ২০১৩ সাল থেকে তার সন্তানের সাথে তার পিতামাতার বাড়িতে বসবাস করছেন।

iv) স্বামী/বিরোধী পক্ষের মাসিক আয় ২৫,০০০/- টাকা সম্পর্কে শিক্ষিত দায়রা বিচারকের অনুসন্ধানগুলি বিতর্কিত বা অস্বীকার করা হয়নি।

v) স্বীকারযোগ্য যে স্ত্রী/আবেদনকারী তার স্বামীর সাথে প্রায় ৮-৯ মাস ধরে রাজকোটে থাকতেন, যেখানে তাদের সন্তানের জন্মও হয়েছিল।

১২. **রজনীশ বনাম নেহা ও আরেকজন, (২০২১) ২ এস. সি. সি ৩২৪,4 নভেম্বর, ২০২০**, সুপ্রিম কোর্ট বলেছেঃ-

"VI চূড়ান্ত নির্দেশাবলী

এই রায়ের অংশ বি-১ থেকে ৫-এ উল্লিখিত পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী পাস করা উপযুক্ত বলে মনে করিঃ ***(ক) ওভারল্যাপিং এখতিয়ারের ইস্যু***

ওভারল্যাপিং এখতিয়ারের বিষয়টি কাটিয়ে উঠতে এবং বিভিন্ন কার্যধারায় পরস্পরবিরোধী আদেশ পাস করা এড়াতে, এই বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যাতে সারা দেশে পারিবারিক

আদালত/জেলা আদালত/ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অনুসরণ করা অনুশীলনে অভিন্নতা থাকে। আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যেঃ

(i) যেখানে কোনও পক্ষ বিভিন্ন আইনের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধারাবাহিক দাবি করে, আদালত পরবর্তী কার্যধারায় আরও কোনও পরিমাণ প্রদান করা হবে কিনা তা নির্ধারণ করার সময় পূর্ববর্তী কার্যধারায় প্রদত্ত পরিমাণের একটি সমন্বয় বা সেটঅফ বিবেচনা করবে;

(ii) (ii) পরবর্তী কার্যধারায় আবেদনকারীর জন্য পূর্ববর্তী কার্যধারা এবং তাতে গৃহীত আদেশগুলি প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;

(iii) (iii) পূর্ববর্তী কার্যধারায় গৃহীত আদেশের যদি কোনও পরিবর্তন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তবে এটি একই কার্যধারায় করতে হবে।

(খ) অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ প্রদান

এই রায়ের এনক্লোজার I, II এবং III হিসাবে সংযুক্ত সম্পদ ও দায়বদ্ধতার প্রকাশের হলফনামা, যা প্রযোজ্য হতে পারে, উভয় পক্ষই সারা দেশে সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আদালত/জেলা আদালত/ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা সহ সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যধারায় দায়ের করবে।

(গ) রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ নির্ধারণের মানদণ্ড

আবেদনকারীকে প্রদেয় ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আদালত রায়ের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মানদণ্ডগুলি বিবেচনা করবে। ৫৬ তবে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পূর্ণ নয় এবং সংশ্লিষ্ট আদালত কোনও মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন অন্য কোনও বিষয় বিবেচনা করার জন্য তার বিবেচনার প্রয়োগ করতে পারে।

(ঘ) যে তারিখ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করা হবে

আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে সকল ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে প্রদান করা হবে

থেকে সমস্ত ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়া হবে, যেমনটি উপরের অংশ B – IV-তে রয়েছে।

(ই) রক্ষণাবেক্ষণের আদেশের প্রয়োগ/কার্যকরকরণ

রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ কার্যকর/কার্যকর করার জন্য, নির্দেশ দেওয়া হয় যে হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ২৮এ-এর অধীনে রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ বা ডিক্রি কার্যকর করা যেতে পারে; ডি. ভি. আইনের ধারা ২০ (৬) এবং সিআর.পি.সি-এর ১২৮ ধারা, যা প্রযোজ্য হতে পারে। রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ সিপিসি-এর বিধান অনুসারে দেওয়ানী আদালতের অর্থ ডিক্রি হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষ করে ধারা ৫১, ৫৫, ৫৮, ৬০ আর.ডাব্লিউ আদেশ XXI।"

১৩. **বর্তমান মামলায়**, স্ত্রী/আবেদনকারীকে চিকিত্সার জন্য তার পিতামাতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু তার পরে তিনি কোনও ন্যায়সঙ্গত বা পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছেন, যেমনটি বিচারিক আদালত এবং আপিল আদালত যথাযথভাবে রায় দিয়েছে এবং এইভাবে উক্ত ফলাফলগুলির জন্য এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১৪. **কিন্তু নাবালিকা কন্যা, যার বয়স এখন প্রায় ১১ বছর, তার জন্য প্রদত্ত ভরণপোষণের পরিমাণ খুব কম এবং সেই অনুযায়ী ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে শুরু করে তার শিক্ষা, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা সহ শিশুর সামগ্রিক কল্যাণের কথা মাথায় রেখে প্রতি মাসে ৮ হাজার টাকা (মাত্র আট হাজার টাকা) বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রদান করা হবে।**

১৫. **বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এবং আপিল আদালতের দ্বারা নিশ্চিতকৃত প্রতি মাসে ২৫০০/- টাকা মামলা দায়েরের তারিখ**

মামলা দায়েরের তারিখ থেকে (রজনেশ বনাম নেহা, উপরে), সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত পক্ষ/পিতা।

১৬. **২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে যদি কোনও বকেয়া পরিশোধ করা হয়।**

১৭. ২০১৮ সালের ৬৩ নং ফৌজদারি প্রস্তাবে (রুহু নুরমিনা বিবি বনাম এস. কে. হাফিউল রহমান) হুগলির বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক ১৮ই এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশটি ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে ২০১৩ সালের এম. সি. মামলা নং ৩৩৩-এ হুগলির অতিরিক্ত আদালতের লার্নড জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ২৮.০৬.২০১৮ তারিখের আদেশ **থেকে উদ্ভূত হয়েছে।**

১৮. **২০১৯ সালের সিআরআর ১৭৫৫ সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে।**

১৯. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২০. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।

২১. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

২২. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal